মিলনসাগর
www.milansagar.com

ক. বা. ব. স-এর সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বটুকদার 'যে পথেই যাও'—(ফ্রেব্রুয়ারী ১৯৭৪) বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের তাগিদে এই কলমধরা। যিনি প্রথম সংস্করণ সম্পাদনা করেছিলেন সেই অজিতদাও (অজিত কুমার দত্ত) আজ আর আমাদের মধ্যে নেই।

যাঁকে নিয়ে এবং যাঁর বিষয় নিয়ে এই বই নতুন সংস্করণে নতুন করে আর তাঁর সম্পর্কে কিছু লেখার প্রয়োজন নেই। বস্তুত তার প্রয়াসও এখানে নেই। কেবল কালক্ষয়ে রচনাগুলি দ্রুত যাতে অবলুপ্ত না হয়, যাতে পূর্ববর্তী সম্পাদকের নিষ্ঠা, শ্রম, শ্রদ্ধা আগামী প্রজন্মের নিকটও আদৃত হ'তে পারে, আমাদের উত্তর পুরুষ যাতে 'বটুকদা'কে ভুলে না যায় সেই উদ্দেশ্যে তো বটেই খানিকটা বাংলা সাহিত্যের সহৃদয় জনচিত্তের জন্যও পূর্ব সংস্করণ অক্ষুণ্ণ রেখেই বর্তমান সংস্করণে কবির জগত, সৃজন ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর নিজের এবং অন্যদের চোখে ও মনে যে দ্যুতি ও দীপ্তি বিচ্ছুরিত ও বিভাবিত হয়েছিল তারও কিছুটা তুলে ধরে কবির সেই পথ পরিক্রমার পরিধিটা কেবল খুলে দেওয়া হল। "কারণ জীবন তো একটা শাশ্বত অমোঘ তথ্য ॥"

আমরা তো জানি যা "শাশ্বত, অমোঘ" তা "তথ্য" হলেও তাই-ই তো সত্য হয়ে ওঠে। সেই সত্যের সন্ধান নিতে ক. বা. ব. স-এর সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বর্তমান সংস্করণে যুক্ত করা হল 'অজন্তা'র ২০০৪-এ অনুষ্ঠিত জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র বিষয়ক আলোচনা সভার বিশেষ সংখ্যার বিভিন্ন বিষয়ক রচনাগুলি এবং কিছু ছবি ও কবির হাতের লেখার প্রতিচিত্র। তাতে কবির অপ্রকাশিত কবিতা ও কিছু চিঠিপত্রও পাওয়া যাবে। সম্ভবত সব মিলিয়ে কবির কবিতার পরিপূরকতার একটা ছবি বর্তমান সংস্করণে স্পষ্টতর হয়ে উঠবে।

বিনীত—
নবেন্দু সেন

ক. বা. ব. স.
৩এ/৬১-৬৬ ডব্লু. ই. এ.
করোলবাগ, নতুন দিল্লি—১১০ ০০৫
রথযাত্রা, ৯ই আষাঢ় ১৪১৬

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালে, নতুন দিল্লির "করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নবেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।